ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

DL- No.-03 /Date:29/02/2025 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১১১ ● কলকাতা ● ১১ বৈশাখ, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ২৫ এপ্রিল ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

ভারত নিজেই সেনা পাঠিয়ে যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করেছে', ভিডিও বার্তা অন্যতম চক্রী সইফুল্লার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কাশ্মীর আমাদের গলার শিরা ছিল এবং আছে। আমরা কখনই ভারতের দখলদারি বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামে কাশ্মীরি ভাইদের ত্যাগ করতে পারব না। গত ১৬ এপ্রিল কাশ্মীর নিয়ে এমনই উস্কানিমূলক মন্তব্য শোনা গেছিল পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের মুখে। এর কিছুদিনের মধ্যেই পহেলগাঁওয়ে ঘটে গেল এমন ভয়াবহ জঙ্গি হামলা।যদিও,

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

রাজ্যে ফের সিভিক নিয়োগ, চাকরি অন্য পদেও, ছাড়পত্র দিল মন্ত্রিসভা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

১১৪টি পদে নিয়োগের ছাড়পত্র দিল মন্ত্রিসভা। বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে বসে। সেখানে পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘাতে নবনির্মিত জগন্নাথধাম মন্দির প্রাঙ্গণের আশেপাশে যানবাহন ও ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য ১০০ জন সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।বাকি ১৪টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। সেগুলির মধ্যে ১২টি অতিরিক্ত প্যারামেডিক্যাল পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। হুগলির সিঙ্গুর ট্রমা কেয়ার সেন্টারে অতিরক্ত পদে নিয়োগ হলে সাধারণ মানুষ আরও ভালো চিকিৎসা পরিষেবা পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। বাকি দু'টি পদ তৈরি করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন বিভাগের জন্য। এই বিভাগে দু'টি আইনি আধিকারিক পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।বাকি ১৪টি পদের মধ্যে রয়েছে হুগলির সিঙ্গুর ট্রমা কেয়ার সেন্টারের সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের অধীনে ১২টি অতিরিক্ত প্যারামেডিক্যাল

এরপর ৩ পাতায়

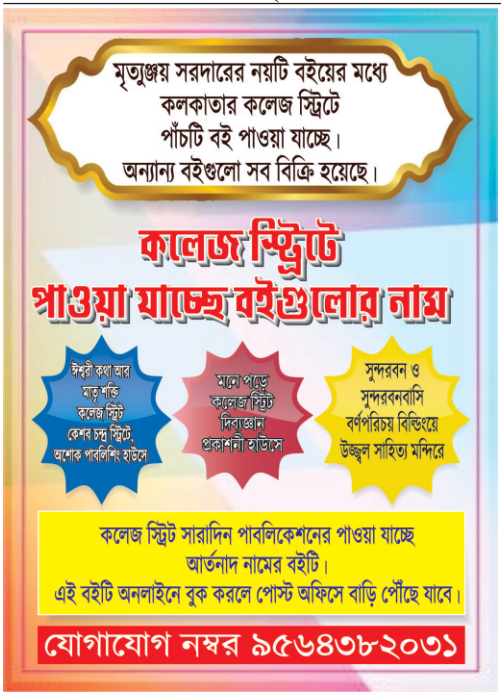

কলকাতার কাছে আবাসনে দুজন কাশ্মিরী! সন্দেহজনক কিছু.' শুভেন্দুর পোস্ট, 'সত্যি'টা জানাল পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

জঙ্গি হামলা, একের পর এক পর্যটককে গুলি করে হৎয়া করেছে জঙ্গিরা। গোটা ঘটনাকে ঘিরে নিন্দার ঝড় উঠেছে বিশ্বজুড়ে। এদিকে এসবের মধ্যেই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এক্স হ্যান্ডলে একটা পোস্ট করেছিলেন। একেবারে ঠিকানা উল্লেখ করে তিনি জানিয়েছিলেন, দুজন কাশ্মিরী যুবক এখানকার আবাসনে রয়েছেন।স্থানীয় কনট্যাক্ট মারফত খবর পেয়েছি দুজন কাশ্মিরী এখানকার আবাসনে রয়েছেন। তারা ন্যানো বিম ২ এসি কম্প্যাক্ট ও হাই পারফরম্যান্স ওয়ারলেস নেটওয়ার্ক সিস্টেম লাগিয়েছেন ছাদে। সন্দেহজনক কিছু হচ্ছে কি না তা নিয়ে খোঁজখবর করার অনুরোধ করেছিলেন শুভেন্দু। তবে তার জবাবও দিয়েছিলেন তৃণমূলের দেবাংশু ভট্টাচার্য। তবে পুলিশ অবশ্য সন্দেহজনক কিছু পায়নি বলেই খবর।

তারা এক আবাসনের ছাদে অ্যান্টেনা বসিয়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছেন বলে দাবি করেছিলেন শুভেন্দু। লোকাল কনটাক্ট মারফৎ তিনি এই খবর পেয়েছিলেন বলে দাবি করেন। শুভেন্দু পুলিশকে এনিয়ে খোঁজ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এরপরই পুলিশ কার্যত নড়েচড়ে বসে।

বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালি বৃহস্পতিবার এনিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন। কী জানালেন তিনি?

তিনি জানিয়েছেন, সোশ্যাল মিডিয়া এক্সের মাধ্যমে আমরা খবর পেয়েছিলাম যে দুজন কাশ্মিরী বাস করছেন আবাসনে। তারা হাই ফ্রিকোয়েন্সি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করছেন বলে দাবি করা হয়েছিল। তারা সন্দেহজনক কাজ করছেন বলেও উল্লেখ করা হয়েছিল। আমরা এই তথ্য পাওয়ার পরেই আমরা সরাসরি তাদের দুজনকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। আমরা প্রাথমিক তদন্ত চালিয়েছি। এরপর জানা গিয়েছে তারা দুজনে মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা। একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আর একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। উভয়ই গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন ভূপাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ২০১৬ সালে। এক বছর আগে তারা কলকাতায় আসেন কাজের সন্ধানে। এরপর ৪ এপ্রিল তারা ভাড়া নেন ওই আবাসনে। এর আগে তারা এক বছর ধরে কলকাতায় থাকেন। তাদের একটা ব্যবসার প্ল্যান ছিল। সেকারণে তারা বিষ্ণুপুরে ৯ একর জমি কেনে মাছ চাষের জন্য। এরপর আরও জানতে চাওয়া হয় তাদের কাছে। তারা জানিয়েছে তাদের আধার কার্ড ডিটেলস নেওয়া হয়েছে। এরপর দেখা গিয়েছে তারা যেটা বলছে সেটা সত্যি। দয়া করে কোনও ভুয়ো খবর ছড়াবেন না। আমরা সবসময় আমাদের সঙ্গে আছি। আগে কনফার্ম করে তারপর খবর করুন। সংবেদনশীল কোনও খবর করবেন না। কারণ তাতে বড় প্রভাব পড়তে পারে। যারা ভুয়ো খবর ছড়াচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জানিয়েছেন পুলিশ কর্তা।

উধমপুরে জঙ্গিদের গুলিতে ঝাঁজরা নদিয়ার ঝন্টু, সেনা জওয়ানের মৃত্যুতে শোকে পাথর পরিবার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ঘরে বৃদ্ধ বাবা-মা। রয়েছেন স্ত্রী। ছোট দুই সন্তানের বাবা। প্রিয়জনদের ছেড়ে শহিদ বাংলার সেনা জওয়ান। উধমপুরে জঙ্গিদের সঙ্গে চলা গুলির লড়াইতে মৃত্যু বাংলার সেনা জওয়ানের। বৃহস্পতিবার দুঃসংবাদ পান তাঁর পরিবারের লোকজন। সে খবর শোনার পর থেকে শোকে পাথর তাঁর পরিবারের লোকজন।

বৃহস্পতিবার দুপুরে দুঃসংবাদ পান তাঁর পরিবারের লোকজন। বড় জাকে কাঁদতে কাঁদতে ফোন করেন ঝন্টুর স্ত্রী। তারপর ফোন পান ঝন্টুর দাদা। তিনি জানতে পারেন ছোট ভাই আর নেই। গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে গিয়েছেন। ঝন্টুর দাদাও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত। তিনি বর্তমানে রয়েছেন কাশ্মীরে। তাই ফোন মারফৎ নিজের স্ত্রীকে দুঃসংবাদ জানান ঝন্টুর দাদা। বয়স্ক বাবা-মাকে এখনও এই খবর দেননি কেউ। তবে দেওরের মৃত্যু সংবাদ শোনার পর থেকে চোখের জলে ভাসছেন তাঁর বউদি অনিন্দিতা। সদ্যই পহেলগাঁওতে জঙ্গিদের গুলিতে বাংলার তিনজন প্রাণ হারান। তার রেশ কাটতে না কাটতে ফের বাংলার যুবকের মৃত্যুতে শোকাহত সকলেই।নদিয়ার তেহট্টের পাথরঘাটার বাসিন্দা ঝন্টু শেখ। বছর সাঁইত্রিশের ঝন্টু প্যারা কম্যান্ডো ছিলেন। বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা ও মা। রয়েছেন দাদা, বউদি। গত ২০০৮ সালে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। তারই মাঝে সংসার পাতেন। স্ত্রী ও দুই সন্তানও রয়েছে তাঁর। বছর দেড়েক আগে কাশ্মীরে পোস্টিং। তাই স্ত্রী ও দুই সন্তানও কাশ্মীরেই থাকেন তাঁরা। ঝন্টু ছুটি পেলে মাঝেমধ্যে পাথরঘাটার বাড়িতে আসতেন। শেষবার ফেব্রুয়ারিতে পাথরঘাটার বাড়ি আসেন ঝন্টু ও তাঁর স্ত্রী-সন্তান। তারপর আর আসেননি। সে-ই শেষ আসা তা হয়তো কল্পনা করতে পারেননি কেউ।

(১ম পাতার পর)

ভারত নিজেই সেনা পাঠিয়ে যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করেছে', ভিডিও বার্তা অন্যতম চক্রী সইফুল্লার

এরপরও পাকিস্তান সমস্ত দায় অস্বীকার করে চলেছে। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ দাবি করেছেন, পহেলগাঁওয়ের হামলার সঙ্গে পাকিস্তানের কোনও যোগসূত্র নেই। মনে হচ্ছে, এই হামলায় কোনও বিদেশি হস্তক্ষেপ নেই, বরং স্থানীয় বিদ্রোহের ফল! কিন্তু পাকিস্তান এই দাবি করলেও, গোয়েন্দা সূত্রে খবর, এই হামলার অন্যতম চক্রী সইফুল্লা খালিদ ওরফে সইফুল্লা কাসুরি।এর নেপথ্যে পাকিস্তানের স্পষ্ট হাত দেখছে পাচ্ছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ। এদিকে, সামনে এসেছে লস্কর ই তৈবার কমান্ডারের একটি ভিডিও। যেখানে সরাসরি তাকে হুমকি দিতে শোনা যাচ্ছে।

ভয়াবহ এই হামলার মাস্টারমাইন্ড হিসাবে সইফুল্লার এর নাম সামনে আসছে। লস্কর ঘনিষ্ঠ এই জঙ্গিই পুরো ঘটনার পিছনে আছে বলেও দাবি। যদিও ভারতের বার্তার পর একটি ভিডিও প্রকাশ করেছেন। এতে তিনি এই হামলার নিন্দা করেছেন এবং বলেছেন যে তিনি এর জন্য দায়ী নন। বরং ভারতকেই দুষেছেন সইফুল্লা।

বুধবার রাতে সিসিএস বৈঠকে ভারত পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে সিন্ধু জল চুক্তি বন্ধ করা সহ অনেক কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। এর পর, লস্কর-ই-তৈয়বার ডেপুটি কমান্ডার সইফুল্লা কাসুরি একটি বিবৃতি জারি করেছেন। তিনি বলেন, পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি বলেন যে এটি ভারতের ষড়যন্ত্র। ভিডিওতে তিনি বলেন, "জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা জানাই আমরা। এই হামলার অজুহাতে ভারতীয় মিডিয়া আমাকে দায়ী করেছে। পাকিস্তানকেও অভিযুক্ত করা হয়েছে। এটি একটি দুঃখজনক বিষয়। ভারত পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চায়। সে একজন ভয়ঙ্কর শত্রু। ভারতই কাশ্মীরে ১০ লক্ষ সেনা পাঠিয়ে যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করেছে। ভারত নিজেই পহেলগাঁওয়ে আক্রমণ চালিয়েছে এবং এর জন্য তারা দায়ী। এটা তার ষড়যন্ত্র। এর সঙ্গে পাকিস্তানের কোনও সম্পর্ক নেই।"

পহেলগাঁওয়ে ভয়ঙ্কর জঙ্গি হামলায় শিউরে উঠেছে গোটা বিশ্ব। এর নেপথ্যে পাকিস্তানের স্পষ্ট হাত দেখছে পাচ্ছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ। তার কারণ, সম্প্রতি খোদ পাকিস্তানের সেনাপ্রধান কাশ্মীর নিয়ে উস্কানিমূলক মন্তব্য করেন এবং লস্কর কমান্ডার হুমকি দেন। তিনি বলেন, 'মোদি বলেছিল যে, যাও আর শ্রীনগরে বসতি গড়ে তোলো। মুজাহিদিন কাশ্মীরে...সিয়া মুস্তাফারা... এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল আর বলল, মোদি তুমি রুদ্ধ কক্ষে আদেশ পাস করিয়েছ। কাগজ তোমার ছিল, বিচারক তোমার ছিল কিন্তু নেতা মুজাহিদের। করে তো দেখ, ইনশাল্লাহ গুলির বৃষ্টিতে আমরা তোমাদের গলা কেটে শহিদদের আত্মত্যাগের জবাব দেব।'

(১ম পাতার পর)

রাজ্যে ফের সিভিক নিয়োগ, চাকরি অন্য পদেও, ছাড়পত্র দিল মন্ত্রিসভা

পদ। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ আইনি সেবা সদস্যদের থেকে পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ বিভাগের জন্য দু'টি আইনি আধিকারিক পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই পদগুলিতে খুব দ্রুত নিয়োগ করা হবে বলেই সূত্র মারফত খবর।

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আদলে সৈকত শহর দিঘায় তৈরি হয়েছে জগন্নাথ মন্দির। সৈকত শহরের সঙ্গে দিঘাকে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে চাইছে রাজ্য। আগামী ৩০ এপ্রিল দিঘার জগন্নাথ দেবের মন্দিরের উদ্বোধন হবে। সাধারণের জন্য জগন্নাথ মন্দির খুলে দিলে সেখানে প্রচুর ভিড় হবে। সেই কথা মাথায় রেখে মন্দির প্রাঙ্গণের আশেপাশে যানবাহন ও ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য আগে থেকে থাকা ১০০টি শূন্যপদে সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগের ছাড়পত্র মিলেছে।

যুদ্ধের ইঙ্গিত' দিয়ে শিমলা চুক্তি বাতিল পাকিস্তানের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভারতের সিন্ধু জল চুক্তি বাতিলের পালটা দিল পাকিস্তান। বৃহস্পতিবার ইসলামাদের তরফে জানানো হয়, ভারতের সঙ্গে সমস্ত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বন্ধ করা হল। ভারতীয় বিমানগুলিকে পাকিস্তানের আকাশসীমায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না। সেই সঙ্গে ভারতীয়দের পাকিস্তানে যাওয়ার সমস্ত ভিসা বাতিল করা হয়েছে।

এছাড়াও পাকিস্তানের তরফে জানানো হয়েছে, ভারতের সঙ্গে সমস্ত বাণিজ্য বন্ধ করা হল। তৃতীয় কোনও দেশের মাধ্যমেও ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্য চলবে না। শিমলা চুক্তি-সহ অন্যান্য বাণিজ্যিক চুক্তিও বাতিল করা হল। ভারত অধিকৃত বা নিয়ন্ত্রিত উড়ান সংস্থার বিমানগুলি পাক আকাশসীমায় ঢুকতে পারবে না। সিন্ধু জলচুক্তি বাতিল যুদ্ধ ঘোষণার সমান, একথা বারবার মনে করিয়ে দিয়েছে পাকিস্তান। পহেলগাঁও হামলায় পাকিস্তানের উপর দোষ চাপিয়ে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করছে ভারত, এমনটাই দাবি ইসলামাবাদের।তবে শিখ

পুণ্যার্থীদের জন্য বিশেষ ছাড় দেবে পাক প্রশাসন।

পহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের উপর হামলার পরেই বৈঠকে বসে নিরাপত্তা সংক্রান্ত ক্যাবিনেট

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন- আকাশ পথ বন্ধের ঘোষণা পাকিস্তানের

পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হানা নিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বুধবারই চরম পদক্ষেপ নিয়েছিল নয়াদিল্লি। এবার ভারতের সেই প্রত্যাঘাতের পাল্টা জবাব দিল পাকিস্তান সরকার। আজ বৃহস্পতিবার (২৪ এপ্রিল) পাকিস্তানের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটির উচ্চ বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, 'ভারতের সঙ্গে সব ধরনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বন্ধ থাকবে।দিল্লির ওই ঘোষণাতেই থরহরিকম্প শুরু হয় পাকিস্তানে। কীভাবে ভারতকে জবাব দেওয়া যায় তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে এদিন সকালে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের পৌরোহিত্যে জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটির বৈঠক বসে। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে চলা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা মন্ত্রী, সেনাপ্রধান আসিম মুনির, বায়ুসেনা ও নৌসেনা প্রধান। জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির বৈঠক শেষে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তরফে জারি করা এক বিবৃতিতে হুমকির সুরে বলা হয়েছে, 'সিন্ধু জলচুক্তি রদ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক্তিয়ার নেই ভারত। প্রতি বিন্দু জলের জন্য লড়াই চালানো হবে। সিন্ধু জলচুক্তি রদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করলে সিমলা চুক্তিও রদ করার মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

পাকিস্তানের তরফে জানানো হয়েছে শুধু বাণিজিক সম্পর্ক ও ওয়াঘা সীমান্তই বন্ধ রাখা হচ্ছে না। ভিসা নিয়ে যে সমস্ত ভারতীয় পাকিস্তানে রয়েছে তাদের ৩০ এপ্রিলের মধ্যে দেশ ছাড়তে হবে। সেই সঙ্গে ইসলামাবাদে ভারতীয় দূতাবাসে থাকা স্থল-বায়ু ও নৌ সেনার তিন পরামর্শদাতাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে অবিলম্বে দূতাবাস ত্যাগ করে দেশে ফেরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।তৃতীয় কোনও দেশে বাণিজ্যের জন্যও ভারতকে পাকিস্তানি ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেবে না। শুধু তা-ই নয়, নিজেদের আকাশসীমাও ভারতকে আর ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না প্রতিটি ভারতীয় উড়ানসংস্থার জন্য এই নিয়ম কার্যকর থাকবে। পাশাপাশি ওয়াঘা সীমান্তও বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

গত মঙ্গলবার (২২ এপ্রিল) পহেলগাঁওয়ের বৈসরণে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে ২৬ নিরীহ পর্যটককে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয় পাকিস্তানি মদতপুষ্ট জঙ্গিরা। কুখ্যাত জঙ্গি নেতা হাফিজ সঈদের নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসী সংগঠন লস্কর-ই-তৈয়বার সহযোগী শাখা 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' ওই হামলার দায় স্বীকার করেছে। নিরীহ পর্যটকদের নির্মম হত্যাকাণ্ডে ফুঁসছে গোটা দেশ। পাকিস্তানকে চরম শিক্ষা দেওয়ার দাবিতে সরব হয়েছেন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতারা।

পহেলগাঁওয়ের ভয়াবহ হামলার জবাব কীভাবে দেওয়া হবে, তা নিয়ে গতকাল বুধবার সন্ধেয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনে নিরাপত্তা সংক্রান্ত মন্ত্রীগোষ্ঠীর (সিসিএস) বিশেষ বৈঠক বসেছিল। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল সহ শীর্ষ আমলারা উপস্থিত ছিলেন। প্রায় দু'ঘন্টা ধরে চলে বৈঠক।

ওই বৈঠক শেষে জরুরি সাংবাদিক সম্মেলন করেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিশরি। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'পহেলগাঁওয়ে মঙ্গলবার যে কাপুরোষিত হামলা চলেছে তাতে পাকিস্তানের যোগসাজশ স্পষ্ট। দীর্ঘদিন ধরে সতর্ক করা সত্ত্বেও সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে লাগাম টানছে না পাকিস্তান। তাই বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে নিরাপত্তা সংক্রান্ত মন্ত্রী কমিটির বৈঠকে। পাক নাগরিকদের আর কোনও ভিসা দেওয়া হবে না। সেই সঙ্গে যে ভিসা রয়েছে তা বাতিল করা হয়েছে। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দেশ ছাড়তে হবে ভারতে থাকা পাক নাগরিকদের। দেশে ফেরানো হচ্ছে পাকিস্তানে থাকা অধিকাংশ ভারতীয় আধিকারিককে। দিল্লিতে পাকিস্তানি দূতাবাসে থাকা প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত তিন আধিকারিককে ফিরিয়ে নিতে বলা হয়েছে। দুই দেশের দূতাবাসে কর্মী ও আধিকারিকের সংখ্যা ৫৫ থেকে কমিয়ে ৩০-এ নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাশাপাশি সিন্ধু জল চুক্তি রদ করা হচ্ছে।'

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(অষ্টম পর্ব)

না। লক্ষ্মী মানে শ্রী, সুরুচি। লক্ষ্মীসম্পদ আর সৌন্দর্যের দেবী। বৈদিক যুগে মহাশক্তি হিসেবে তাকে পুজো করা হত। তবে পরবর্তীকালে ধনশক্তির মূর্তি নারায়ণের সঙ্গে তাকে জুড়ে দেওয়া হয়,'—বলছেন নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী। তবেই লক্ষ্মী দেবীর আর এক নাম শ্রী। এই শ্রী শক্তির উল্লেখ বহু গ্রন্থেই আছে। পরাশর-সংহিতায় যে তিনটি শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তা হল- শ্রী, ভূ (ভূমি) ও লীলা। জয়াখ্য-সংহিতায় লক্ষ্মী কীর্তি, জয়া ও মায়া এই চার দেবীর উল্লেখ আছে। এখন লক্ষ্মী ও শ্রী শব্দের অর্থ জানা আবশ্যক। যাঁর দ্বারা লক্ষত হয়

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

যুদ্ধের ইঙ্গিত' দিয়ে শিমলা চুক্তি বাতিল পাকিস্তানের

কমিটি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনে এই বৈঠক চলে প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে। তারপরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিদেশসচিব বিক্রম মিসরি বলেন, সিন্ধু জলচুক্তি বাতিল করছে ভারত। এছাড়াও অবিলম্বে বন্ধ করা হবে ওয়াঘা-আটারি সীমান্ত। পাকিস্তানিদের ভিসা বাতিল করা হবে এবং বর্তমানে যেসব পাকিস্তানিরা ভারতে রয়েছেন তাঁদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ভারত ছাড়তে হবে। এছাড়াও ভারত এবং পাকিস্তান-দুই দেশের হাই কমিশন থেকেই সরিয়ে নেওয়া হবে সামরিক পরামর্শদাতাদের।

ভারতের এই সিদ্ধান্তের পালটা দিতে বৃহস্পতিবার জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির সঙ্গে বৈঠকে বসেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। ভারতের পথে হেঁটেই বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসলামাবাদ। ওয়াঘা সীমান্ত বন্ধ, ভারতীয়দের জন্য পাক ভিসা বাতিল, হাইকমিশনের কর্মী প্রত্যাহারের মতো সিদ্ধান্তগুলি নিয়েছে ইসলামাদ। তবে ভারত থেকে পাকিস্তানে যাওয়া শিখ পুণ্যার্থীদের ছাড় দেওয়া হবে।

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সুখ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয় যেন দিনে দিনে।তবে,শনিদেব মৃত্যু ও ন্যায় বিচারের দেবতা যমদেব বা ধর্মরাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষ |করে পশ্চিমবঙ্গে এবং বাংলাদেশের হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে শনিদেবের ছোটবড় মন্দির দেখা যায়, এবং **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

এসএসসি'র 'যোগ্য' তালিকা থেকে বাদ আন্দোলনের মুখ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

চাকরিহারাদের আন্দোলনের তিনিই মুখ। অথচ তাঁরই নাম নেই এসএসসি'র ডিআই অফিসে পাঠানো তালিকায়। যা দেখে রীতিমতো অবাক যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের কনভেনার চিন্ময় মণ্ডল। এসএসসি চেয়ারম্যানের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা হয়েছে তাঁর। বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে চিন্ময়কে।যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের কনভেনার চিন্ময় বলেন, "ডিআই অফিসে পাঠানো তালিকায় কোনও অযোগ্যর নাম নেই। আমরা দেখেছি। তবে যোগ্য অনেকের নাম বাদ গিয়েছে। আমার এখন বারাকপুর ডিআই। প্রথম নিয়োগের সময় কসবা ডিআই ছিল। সেখান থেকে স্কুলে তালিকা পাঠানো হয়েছে। তাতে নাম নেই।" ইতিমধ্যে এসএসসি চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা হয়েছে তাঁর। চিন্ময়ের দাবি, "এসএসসির চেয়ারম্যান তাঁকে বলেন এটা হওয়া উচিত নয়। যাঁদের বাদ গেল, তাঁদের নামের তালিকা তৈরি করে পাঠাতে বলা হয়েছে। নিশ্চয়ই দেখবেন।" এসএসসি বিষয়টি নিয়ে কী পদক্ষেপ করে, সেটাই এখন দেখার।

সুপ্রিম কোর্টের এক কলমের আঁচড়ে চাকরি হারিয়েছেন প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মী। 'অযোগ্য' নন এমন ১৭ হাজার ২০৬ জন শিক্ষকের তালিকা তৈরি করা হয়। সুপ্রিম কোর্টে তা জমা দিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। সেখান থেকে আবার ১ হাজার ৮০৩ জনের নামও বাদ দেওয়া হয়েছে। পর্ষদের দাবি, ওই ১ হাজার ৮০৩ জনের ওএমআর শিটে নাকি একাধিক সমস্যা রয়েছে। এরপর ১৫ হাজার ৪০৩ জনের একটি তালিকা তৈরি করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। ওই তালিকাই ডিআই দপ্তরে পাঠানোর কাজ চলছে। তাতেই বাদ গিয়েছেন চিন্ময় মণ্ডল। তবে চাকরিহারাদের আন্দোলনের আরেক মুখ মেহবুব মণ্ডলের নাম এসএসসি'র প্রকাশিত তালিকায় রয়েছে।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

কয়লা মন্ত্রক নতুন কিছু উৎসাহমূলক পদক্ষেপ নেওয়ায় ভারতের কয়লা খননের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কয়লা মন্ত্রক কয়লা খনির বিষয়ে কিছু নির্ণায়ক সিদ্ধান্ত নেওয়ায় কয়লা উত্তোলনে গতি আসবে। মন্ত্রক কয়লা উত্তোলনে উৎসাহ দিতে বেশ কিছু সংস্কারমূলক গ্রহণ করেছেন। এরফলে, কয়লা শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং প্রয়োজনীয় আধুনিকীকরণ সম্ভব হবে। মূলত, এক সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে এই পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছে।

নতুন সিদ্ধান্ত অনুসারে, খনি এলাকার উপরিভাগ অঞ্চলের রাজস্বের পরিমাণ, অভ্যন্তরে থাকা কয়লা ভান্ডার থেকে আয়ের ২ শতাংশ দিতে হবে। আগে ৪ শতাংশ হারে এই রাজস্ব দিতে হ'ত। এছাড়াও, খননের আগে পৃথক একটি রাজস্ব দিতে হ'ত, যা এখন আর দিতে হবে না। পাশাপাশি, ভূগর্ভস্থ কয়লা ব্লকগুলির জন্য পারফর্ম্যান্স সিকিউরিটি বাবদ ৫০ শতাংশ রিবেট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এরফলে, কয়লা উত্তোলনে সুবিধা হবে।

ভূগর্ভস্থ কয়লা উত্তোলনে উৎসাহী সংস্থাগুলির জন্য মন্ত্রকের এই সিদ্ধান্তের ফলে খোলা মুখ খনির মাধ্যমে কয়লা উত্তোলনের পরিবর্তে যন্ত্রের মাধ্যমে উত্তোলনে সুবিধা হবে। ফলস্বরূপ, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস পাবে এবং জ্বালানী নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে। এই সংস্কারমুখী উদ্যোগগুলি দেশকে আত্মনির্ভর ভারতের পথে এগিয়ে যেতে সহায়ক হবে।

শাহের প্রতিশ্রুতিতেই নামল ২০ হাজার সেনা-পুলিশ!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

এটা কি তবে সেনার করা দেশের সব থেকে বড় অভিযান। ২০ হাজার নিরাপত্তারক্ষী-সহ সেনা ও পুলিশের যৌথ বাহিনী। ঘিরে ধরেছে চারপাশ থেকে। আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা। পালানোর জন্য নেই একটা ফাঁকও। কিন্তু কাদের ধরতে সম্মুখ সমরে নামলেন নিরাপত্তারক্ষীরা? কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, শাহের প্রতিশ্রুতি রাখতেই এই অভিযান।বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে ছত্তীসগঢ়-তেলেঙ্গনা সীমানায়। ঘিরে ফেলা হয়েছে, কাররেগুট্টা পাহাড়। এমনকি, ঘন জঙ্গলের বাধাকেও পেরিয়ে গিয়েছেন নিরাপত্তারক্ষীরা। সেখানেও দিচ্ছেন টহলদারি। এই

অভিযানে অংশ নিয়েছে ডিআরজি, বাস্তার ফাইটার, স্পেশাল টাস্ক ফোর্স, তিন রাজ্য যথাক্রমে ছত্তীসগঢ়, মহারাষ্ট্র ও তেলেঙ্গনার সমস্ত পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী। সূত্রের খবর, দিন কতক আগেই মাওবাদীদের একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি নিরাপত্তারক্ষীদের হাতে এসে পৌঁছেছে। সেখানে লেখা ছিল, ওই পাহাড় ও ঘন অরণ্যতে প্রচুর IED বসিয়ে রেখেছে তারা। যা খুঁজে বের করতেও এই অভিযান।সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে সূত্রে খবর, ছত্তীসগঢ়ে বিশেষ অভিযানে নেমেছেন বিশ হাজার নিরাপত্তারক্ষীরা। নিশানায় হাজার খানেক মাওবাদী। তাদের খতম করতেই তিন রাজ্য থেকে এসে ছত্তীসগঢ়ের বিজাপুরের মাও ডেরায় ভিড়েছে তারা। ঘিরে রেখেছে গোটা এলাকা। নেই একটা ফাঁকও। এই অভিযান শুরুর ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ৫ মাওবাদীকে খতম করা হয়েছে।

নিরাপত্তারক্ষীদের সূত্রে খবর, টানা ৪৮ ঘণ্টা ধরে টহলদারি চালাচ্ছে তারা। একটি গোপন সূত্রে খবর পেয়েই এই অভিযান শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, বিজাপুরের ওই এলাকাতেই রয়েছে মাওবাদীদের মোস্ট-ওয়ান্টেড দুই কমান্ডর হিদমা ও দেবা। তাদের ধরতেই নেমেছে সারি সারি বাহিনী।

সন্ত্রাসী ঘটনার প্রতিবাদে খিদিরপুরে মোমবাতি মিছিল

মো. জহির

কলকাতা। খিদিরপুরে ফ্রেন্ডশিপ পিপল ট্রাস্টের নেতৃত্বে পহেলগাম জঙ্গি ঘটনার প্রতিবাদে একটি মোমবাতি মিছিল বের করা হয়। মোমিনপুর থেকে শুরু হওয়া এই শান্তি মিছিল খিদিরপুর মোড়ে থামে, যেখানে লোকেরা মোমবাতি জ্বালিয়ে সন্ত্রাসী হামলায় প্রাণ হারানো ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। যুব, মহিলা এবং প্রবীণ নাগরিকরাও এই সমাবেশে অংশগ্রহণ করেছিলেন। খিদিরপুরের ফ্রেন্ডশিপ পিপল ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা এবং সমাজকর্মী ওয়াসিম আখতার বলেছেন যে এই আক্রমণ দেশের উপর আক্রমণ এবং এখন নিহতদের পরিবারের ন্যায়বিচার পাওয়া উচিত। এই সময় দয়া রামও উপস্থিত ছিলেন।

পাকিস্তানি নাগরিকদের সব ধরনের ভিসা স্থগিত করলো ভারত

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভারত-নিয়ন্ত্রিত জম্মু ও কাশ্মীরের পাহেলগাঁওয়ে বন্দুকধারীদের হামলায় ২৬ জনের প্রাণহানির ঘটনায় পাকিস্তানকে দায়ী করেছে ভারত। তবে ভারতের অভিযোগ নাকচ করে দিয়েছে পাকিস্তান।

পাহেলগাঁওয়ে হামলার ঘটনার পর চিরবৈরী প্রতিবেশী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একের পর এক পদক্ষেপ নিচ্ছে নয়াদিল্লি। এবার পাকিস্তানি নাগরিকদের সব ধরনের ভিসা স্থগিত করেছে ভারত।

বৃহস্পতিবার ভারতীয় মেডিকেল ভিসা-সহ পাকিস্তানি নাগরিকদের জন্য সব ধরনের ভিসা পরিষেবা স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছে ভারত।

বিবৃতিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, ইতোমধ্যে পাকিস্তানি নাগরিকদের জন্য জারি করা সব ধরনের বৈধ ভারতীয় ভিসা আগামী রবিবার (২৭ এপ্রিল) থেকে বাতিল হয়ে যাবে। এছাড়া ওই দেশের নাগরিকদের দেওয়া সকল মেডিকেল ভিসাও মঙ্গলবার (২৯ এপ্রিল) পর্যন্ত বৈধ থাকবে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভারতে অবস্থানরত সকল পাকিস্তানি নাগরিককে সংশোধিত এই সময়সীমার মধ্যে অবশ্যই ভারত ত্যাগ করতে হবে।

দেশটির সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি বলেছে, যেসব পাকিস্তানি নাগরিকের কাছে ভারতীয় ভিসা রয়েছে, তারা ভারত ত্যাগ করার জন্য ৭২ ঘণ্টার সময় পাবেন। ভিসা বাতিলের পাশাপাশি পাকিস্তানি নাগরিকদের জন্য সব ধরনের ভিসা পরিষেবাও স্থগিত করেছে ভারত। এর ফলে পাকিস্তানি নাগরিকরা ভারত ভ্রমণের জন্য কোনো ধরনের নথি পাবেন না।

সিনেমার খবর

রণবীর-দীপিকার বিচ্ছেদ নিয়ে মুখ খুললেন মা নীতু

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বলিউড অভিনেতা রণবীর কাপুরের জীবনে এসেছেন একাধিক নারী। তাদের মধ্যেই একজন ছিলেন বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। দীর্ঘদিন প্রেমের সম্পর্কে ছিলেন এই দুই তারকা।

মোটামুটি একই সময়ে চলচ্চিত্র ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন তারা। ২০০৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'বাচনা অ্যায় হাসিনো' ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেন তারা, সেখান থেকেই শুরু হয় প্রেম।

এরপর বিভিন্ন পার্টি ও ইন্ডাস্ট্রির অনুষ্ঠানে পাপারাজ্জিদের ক্যামেরায় ধরা পড়তেন তারা। সম্পর্ক এতটাই গভীর ছিল যে, দীপিকা একসময় পিঠে ট্যাটু করে রণবীরের নামের আদ্যাক্ষর খোদাই করেছিলেন।

তবে হঠাৎ করেই ঘটে ছন্দপতন। বিচ্ছেদ হয়ে যায় এই জুটির। তাঁদের সম্পর্ক ভাঙার পর গুঞ্জন ওঠে, রণবীর দীপিকাকে ঠকিয়েছেন। এ কারণেই নাকি দীপিকা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন এবং ডিপ্রেশনে ভুগতে শুরু করেন।

সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে রণবীর-দীপিকার সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুলেছেন রণবীরের মা নীতু কাপুর। একটি পুরোনো সাক্ষাৎকারে তাকে বলতে শোনা যায়,

'আমার মনে হয় না ওর (রণবীরের) অনেক বান্ধবী ছিল। কেবল একজনই ছিল—দীপিকা। হয়তো সম্পর্কের মধ্যে কিছু একটার অভাব ছিল। সম্পর্ক তো সবারই থাকে, এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সকলে এগিয়ে যায়। যদি তাদের সম্পর্ক এতটাই নিখুঁত হতো, তাহলে সম্পর্ক ভাঙত না।'

তিনি আরও বলেন, 'আমি কখনোই দীপিকাকে খারাপ ভাবিনি। ওর মধ্যে এমন কিছু দেখিনি, যেটা নিয়ে আমি বলব, এই মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখো না বা বিয়ে কোরো না। রণবীর যা করতে চায়, সেটা ওর সিদ্ধান্ত। আমি আমার পক্ষ থেকে শুধু মতামত দিয়েছি, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে রণবীর নিজেই।'

বর্তমানে দীপিকা ও রণবীর দু'জনেই তাঁদের নিজ নিজ জীবনে এগিয়ে গিয়েছেন। দু'জনই বিবাহিত এবং তাঁদের কন্যা সন্তান রয়েছে।

এবার দক্ষিণী সুপারস্টারের সঙ্গে কারিনা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বলিউড অভিনেত্রী কারিনা কাপুর খান এবং দক্ষিণী সুপারস্টার পৃথ্বীরাজ সুকুমারণ এবার একসঙ্গে অভিনয় করতে চলেছেন। 'স্যাম বাহাদুর'-এর পর আবার বড়পর্দায় গল্প বলতে ফিরছেন নির্মাতা মেঘনা গুলজার। এবার গল্প আরও ধারালো, আরও গভীর– নাম 'দায়রা'। এই দুই তারকাকে প্রথমবারের মতো দেখা যাবে।

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে মেঘনা এবং পৃথ্বীরাজের সঙ্গে একটি ছবি প্রকাশ করে কারিনা লিখেছেন, 'সবসময় বলেছি, আমি একজন পরিচালককেন্দ্রিক অভিনেত্রী। এবার আমি কাজ করছি আমাদের অন্যতম সেরা পরিচালক মেঘনা গুলজারের সঙ্গে। সেই সঙ্গে আছেন অসাধারণ অভিনেতা পৃথ্বীরাজ সুকুমারণ। স্বপ্নের মতো একটি দল। সিনেমাটিতে অভিনয়ের জন্য মুখিয়ে আছি।'

অন্যদিকে পৃথ্বীরাজ সুকুমারণ বলেন, 'নির্মাতার কাছে থেকে চিত্রনাট্য শোনার পরই বুঝেছিলাম, কাজটি আমাকে করতেই হবে। আমার চরিত্রটি বেশ জটিল, বহুস্তরবিশিষ্ট; যা দর্শকদের মনের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত হবে বলে বিশ্বাস করি।'

ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, 'দায়রা' একটি সামাজিক বাস্তবতাভিত্তিক ক্রাইম-ড্রামা। যেখানে সমাজের অপরাধ, বিচার ব্যবস্থা এবং ন্যায়বিচারের জটিলতা দেখানো হবে।'

পরিচালক মেঘনা গুলজার বলেন, 'দায়রা' আমাদের সমাজ ও তার কাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তোলে। সাদা-কালোর মাঝখানে লুকিয়ে থাকা ধূসর দিকগুলো নিয়ে কাজ করা একই সঙ্গে চ্যালেঞ্জিং এবং মজাদার। কারিনা ও পৃথ্বীরাজ এই চরিত্রগুলোকে জীবন্ত করে তুলবেন বলেই আমার বিশ্বাস।'

এদিকে এরই মধ্যে বলিউডে ২৫ বছর পূর্ণ করেছেন কারিনা। তাঁর সিনেমায় যাত্রায় তিনি গ্ল্যামারাস চরিত্রের বাইরে বেরিয়ে এসে হানসল মেহতা ও সুজয় ঘোষের মতো পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করে নিজের অভিনয় দক্ষতার নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছেন। এই জায়গায় মেঘনা গুলজারের সঙ্গে তাঁর কোলাবোরেশন নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ।

'দায়রা' নির্মাণ করছে জংলি পিকচার্স। যারা এর আগে 'রাজি' এবং 'তালভার'-এর মতো সফল ছবি প্রযোজনা করেছে। বর্তমানে সিনেমাটির প্রি-প্রোডাকশন চলছে।

নতুন শাড়ির গন্ধে স্বস্তিকা ফিরে গেলেন শৈশবে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

প্রবাদবাক্য আছে যে, ভাগ করলে নাকি আনন্দ বাড়ে। তাই হয়তো জীবনের ছোট ছোট মুহূর্তগুলোকেও এমন সাজিয়ে-গুছিয়ে ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নেন ওপার বাংলার অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখার্জি। নববর্ষের দিনটা ঘিরে আর পাঁচজনের মতো তার জীবনেও রয়েছে কিছু সুখস্মৃতি, যা হৃদয়ে লালন করেন তিনি।

নববর্ষের সকালে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি সুন্দর পোস্ট শেয়ার করেছেন এই অভিনেত্রী। যেখানে তার সঙ্গে রয়েছেন পরিবারের কাছের মানুষরা। নতুন শাড়ির গন্ধে সেই ছোটবেলার দিনগুলো এক ঝলকে মনে পড়ে যায় তার। বাবা-মা দু'জনের কেউই আর আজ পৃথিবীতে নেই। তবু বিশেষ দিনগুলোয় বারবার মনে পড়ে তাদের কথা।

স্বস্তিকার কথায়, 'ছোটবেলায় মা দেশপ্রিয় পার্কের দোকান থেকে এমব্রয়ডারি করা টেপ ফ্রক, ইমিটেশনের দুল, চুড়ি, চুলের ক্লিপ—এই সব কিনে দিত। মধ্যবিত্ত পরিবারের এই ছোট ছোট সুখেই সুখী মানুষ আমরা। তাই সেই ঐতিহ্যকে আপন করে আমি আর দিদি আজ নতুন শাড়ি পরেছি।'

পয়লা বৈশাখের আরেকটি বিষয় অনেকের সঙ্গে মিলে যাবে স্বস্তিকার। তার বাবা এই দিনটিকে বলতেন একলা বৈশাখ। অভিনেত্রীর ভাষ্য, 'বাবা একলা বৈশাখ বললেও, আপনাদের সঙ্গে নিয়ে বৈশাখ তো আর একলা নয়। আমি, দিদি, শিব-সাবিত্রী এবং আপনাদের সবাইকে জানাই নতুন বাংলা বছর ১৪৩২-এর অনেক শুভেচ্ছা। শুভ হোক, আলো হোক।

ভুলতে বসা সেই 'স্বাদ' ফিরে পেলেন রোহিত

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

চেন্নাই সুপার কিংসের বিপক্ষে ম্যাচ জেতানো বিধ্বংসী ইনিংস খেলে রোহিত শর্মা ফিরেছিলেন আপন চেহারায়। ছন্দ ধরে রেখে পরের ম্যাচে রান তাড়ায় আরেকটি চমৎকার ইনিংস খেললেন তিনি। দারুণ এক মাইলফলক ছোঁয়ার দিনে ভারত অধিনায়ক ফিরে পেলেন ভুলতে বসা স্বাদ।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে বুধবার (২৩ এপ্রিল) ১৪৪ রানের লক্ষ্য তাড়ায় ৪৬ বলে ৭০ রানের ইনিংস খেলেন রোহিত। ৩ ছক্কা ও ৮ চারে গড়া তার ইনিংসটি। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স ৭ উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় ২৬ বল হাতে রেখেই।

আগের ম্যাচে চেন্নাইয়ের বিপক্ষে রান তাড়ায় ৪৫ বলে ৭৬ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছিলেন রোহিত। ২০১৬ আসরের পর এই প্রথম আইপিএলে টানা দুই ম্যাচে পঞ্চাশ ছোঁয়া ইনিংস খেলতে পারলেন ৩৭ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান।

হায়দরাবাদের বিপক্ষে ইনিংসটির পথে দ্বিতীয় ভারতীয় ও বিশ্বের অষ্টম ক্রিকেটার হিসেবে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ১২ হাজার বা এর বেশি রানের কীর্তি গড়েন তিনি। ভারতের প্রথমজন বিরাট কোহলি। ৪৪৩ ইনিংসে রোহিতের রান এখন ১২ হাজার ৫৮। ৮টি সেঞ্চুরির সঙ্গে ফিফটি আছে ৮০টি।

মাইলফলক থেকে ১২ রান দূরে থেকে এই ম্যাচে ব্যাটিংয়ে নামেন রোহিত। তৃতীয় ওভারে প্যাট কামিন্সকে পরপর ছক্কা ও চারে কাঙ্ক্ষিত ঠিকানায় পৌঁছান ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী অধিনায়ক।

মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড অনেক আগে থেকেই রোহিতের। হায়দরাবাদে এদিন দলটির হয়ে সবচেয়ে বেশি ছক্কার রেকর্ডও নিজের করে নিয়েছেন তিনি (২৬০), ছাড়িয়ে গেছেন কাইরন পোলার্ডকে (২৫৮)।

চলতি আসরে প্রথম ৬ ম্যাচে রোহিত করতে পারেন মাত্র ৮২ রান। সর্বোচ্চ ইনিংস ছিল ২৬। তাকে নিয়ে তাই উঠেছিল প্রশ্ন। চাপে ছিলেন তিনি প্রবল। তবে পরের দুই ম্যাচে ১৪৬ রান করে প্রবল প্রতাপে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি।

আংটি পরে জর্জিনা লিখলেন 'আমিন', তবে কি বিয়ে করছেন রোনালদো

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো এবং জর্জিনা রদ্রিগুয়েজ একসঙ্গে বাবা ও মা হয়েছেন। এই জুটির একসঙ্গে দুটি সন্তান আছে। তারা হলো- আলানা মার্টিন ও বেলা এসমেরেল্ডা। তবে দীর্ঘদিন প্রেম করার পরও আনুষ্ঠানিক বিয়ে করেননি তারা। পাঁচ সন্তানের বাবা রোনালদো এবার বিয়েটা করেই ফেলবেন কিনা এমন প্রশ্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সাড়া ফেলেছে।

কারণ তার আর্জেন্টাইন সঙ্গী জর্জিনা ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করেছেন। তাতে তার বাঁ-হাতের দ্বিতীয় আঙুলে একটি আংটি দেখা যায়। সাধারণত বাগদান হলে ওই আঙুলে আংটি পরা হয়।

জর্জিনা ওই ছবি পোস্ট করে আরবি হরফে ক্যাপশন দিয়েছেন, 'এবং বদনজর থেকে আমাদের দূরে রাখুন, আমিন।' তার এই ক্যাপশন আরও বেশি সাড়া ফেলেছে। এর আগে রোনালদো দ্রুতই বিয়ে করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। একে একে দুই মিলিয়ে দিতে তাই সময় নেননি ভক্তরা।

রোনালদো কিছুদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'জর্জিনাকে আমি বিয়ে করছি, এটা ১০০০ ভাগ নিশ্চিত। হয়তো সেটা এক বছরে, ছয় মাসে কিংবা এক মাসেও হতে পারে। এটা ঘটবেই।' তবে সম্প্রতি রোনালদো ও জর্জিনা জুটি হুমকির মুখে পড়েছেন। এই বার্তা সে কারণেও হতে পারে।

রোনালদোর বিয়ের গুঞ্জনের মধ্যে তাই ভিন্ন খবরও সামনে এসেছে। অন্য সংবাদ মাধ্যম দাবি করেছে, বিয়ে নয় রোনালদোর নজর আপাতত এক হাজার গোলের দিকে। যে সংখ্যা থেকে এখনো তিনি ৬৭ গোল পিছিয়ে। রোনালদো এবং জর্জিনা প্রায় ১০ বছর ধরে প্রেম করছেন। ২০১৬ সালে তাদের প্রেমের পর থেকে একসঙ্গে থাকছেনও।

২০৩০ বিশ্বকাপে ৬৪ দল!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

২০২৬ বিশ্বকাপ হবে ৪৮ দলের, যা শুরুর বাকি এখনও ১৪ মাস। কিন্তু এরই মধ্যে আলোচনায় ২০৩০ সালের ৬৪ দলের বিশ্বকাপ! ফুটবলের এই মহাযজ্ঞকে আরও বাড়িয়ে দেওয়ার চিন্তাভাবনা যখন ফিফার, তখনই ৬৪ দল নিয়ে বিশ্বকাপ আয়োজনের প্রস্তাব দিয়েছে লাতিন আমেরিকার ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা কনমেবল। ২০৩০ বিশ্বকাপেই অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা বাড়িয়ে ৬৪ করতে চায় সংস্থাটি।

গত বৃহস্পতিনার কনমেবলের ৮০তম সাধারণ কংগ্রেসে নিজের উদ্বোধনী ভাষণে সভাপতি আলেহান্দ্রো ডমিংগেজ বলেন, 'আমরা নিশ্চিত যে শতবর্ষ উদ্‌যাপনটি দারুণ কিছু হতে যাচ্ছে। কারণ ১০০ বছর শুধু একবারই উদ্‌যাপন করার সুযোগ পাওয়া যায়। আর এই কারণেই আমরা প্রথমবারের মতো তিনটি মহাদেশে ৬৪ দল নিয়ে শতবার্ষিকী আয়োজনের প্রস্তাব করছি।'

গত ৬ মার্চ ফিফা কাউন্সিলের অনলাইন সভায় অবশ্য উয়েফা সভাপতি আলেক্সান্দার সেফেরিন তাৎক্ষণিকভাবে প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। সেফেরিন স্পষ্টভাবে বলেন, 'আমি মনে করি, এটা বাজে পরিকল্পনা। এ প্রস্তাব আপনাদের চেয়ে আমার কাছে বেশি বিস্ময়কর।'

তবে সেটাকেই সাদরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে কনমেবল। উয়েফা সভাপতির আপত্তিকে আমলে না নিয়ে তারা বিশ্বকাপের শতবর্ষ আয়োজনে ৬৪ দল চাইছে। ২০৩০ সালের বিশ্বকাপ হবে তিন দেশ স্পেন, পর্তুগাল ও মরক্কোয়। এ ছাড়াও ফিফা বিশ্বকাপের শত বছর পূর্তিতে সে বিশ্বকাপের একটি করে ম্যাচ হবে ১৯৩০ বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ উরুগুয়ে, চ্যাম্পিয়ন দেশ আর্জেন্টিনা এবং লাতিন আমেরিকার আরেক দেশ প্যারাগুয়েতে।

কনমেবলের প্রস্তাব ফিফা মেনে নিলে লাতিন আমেরিকা থেকে ১০ দল বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পাবে। যার অর্থ কনমেবলের সদস্যভুক্ত সব দলই বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। সব দেশই বিশ্বকাপ খেলার স্বাদ পাবে এই ভাবনা থেকে কনমেবলের ৬৪ বিশ্বকাপের প্রস্তাবও বলে উল্লেখ করেছেন ডমিংগেজ, 'এটি সব কটি দেশকে বিশ্বকাপ খেলার অভিজ্ঞতার সুযোগ করে দেবে। ফলে পৃথিবীর কেউই উদ্‌যাপনের বাইরে থাকবে না।'

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR